জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - সেপ্টেম্বর ২০০৭/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* ২২ লাখ ইরাকি শরণার্থীর সাহায্যে জাতিসংঘ সংস্থার ৮ কোটি ৪৫ লাখ ডলারের আবেদন
* বাংলাদেশে দ্বিতীয় দফা বন্যায় ইউনিসেফের ত্রাণ সহায়তা
* গ্রামীণ দরিদ্রদের সহায়তায় জাতিসংঘের ২০ কোটি ডলারের অনুদান ও ঋণ অনুমোদন
* আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক ঘোষণা গৃহীত হওয়ায় ইউনিসেফের অভিনন্দন
* জাতিসংঘের নতুন বই হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক সম্পর্কে আগাম সতর্ক করে মানুষের জীবন বাঁচাবে

২২ লাখ ইরাকি শরণার্থীর সাহায্যে জাতিসংঘ সংস্থার ৮ কোটি ৪৫ লাখ ডলারের আবেদন

১৮ সেপ্টেম্বর- জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলো আজ ইরাকের ২২ লাখ শরণার্থীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে আট কোটি ৪৫ লাখ ডলারের জন্য যৌথভাবে আবেদন জানিয়েছে। এসব ইরাকি তাদের দেশে চলমান সহিংসতা ও অস্থিতিশীলতার কারণে পাশের দেশগুলোতে পালিয়ে গেছে।

আগামী বছরের শেষ নাগাদ শরণার্থীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে শরণার্থীদের আশ্রয় নেওয়া দেশগুলোকে সহায়তার জন্য এ অর্থ দরকার।

এ আবেদনে সিরিয়া ও জর্ডানসহ পাশ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নেওয়া ইরাকিদের মৌলিক স্বাস্থ্য চাহিদার ওপর গুরত্ব আরোপ করা হয়। এ দুটি দেশে যথাক্রমে ১৫ লাখ ও সাত লাখ ৫০ হাজার ইরাকি শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে। গত বছর বহু সংখ্যক ইরাকি এসব দেশে আসায় এখানকার জনসেবার ওপর চাপ বেড়েছে। এ কারণে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর পাশাপাশি ওই সব দেশের সরকারের জন্যও এটি একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ), জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ), জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার (ইউএনএইচসিআর) ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচির (ডবি-উএফপি) সঙ্গে যৌথভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এ আবেদন জানিয়েছে। হু বলছে, ‘বাস্তুচ্যুত ২০ লাখের বেশি ইরাকির স্বাস্থ্য চাহিদাকে অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না।’

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ‘সহিংসতায় বেঁচে যাওয়া অনেক মানুষ এবং তাদের অবস্থা বেশ গুরুতর। বাস্তুচ্যুত হাজার হাজার ইরাকি শিশুকে টিকা দেওয়া দরকার। এজন্য সরকার, জাতিসংঘ সংস্থা ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর (এনজিও) সমন্বিত পদক্ষেপ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে উলে-খযোগ্য পরিমাণ আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।’

কেবল সিরিয়ায়ই শত শত পঙ্গু ইরাকির অঙ্গ প্রতিস্থাপন ও হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ও মানসিকভাবে আতংকগ্রস্তদের বিশেষ চিকিৎসা দরকার। অথচ হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা সীমিত। জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে দুরত্ব বেড়েছে। এর ফলে টিকা-প্রতিরোধক রোগের ঝুঁকি বাড়ছে।

সংস্থাগুলো বলছে, বাস্তুচ্যুত এসব মানুষের প্রজনন ও শিশুস্বাস্থ্য সেবাও দরকার। কেননা ইরাকিদের ক্রমাবনত ক্রয়ক্ষমতার কারণে অপুষ্টির হারও বাড়তে পারে।

হু বলছে, ‘গত বছর এ অঞ্চলের এসব দেশ তাদের সীমান্ত উন্মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে খুবই উদারতার পরিচয় দিয়েছে। তারা বাস্তুচ্যুত

ইরাকিদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি চাহিদা পুরণে খুবই গুরুত্বপুর্ণ অবদান রেখেছে। তবে তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর বোঝা চরম আকার ধারণ করেছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক ও জরুরি সহায়তা দরকার।'

সিরিয়ায় সাম্প্রতিক এক হিসাবে দেখা দেছে, ৬২ শতাংশ পরিবার প্রধানরা বেকার, ৩৫ দশমিক ৮ শতাংশ বেসরকারি চাকরিজীবী এবং ৪৫ দশমিক ৪ শতাংশ ইরাকি শরণার্থী পরিবারকে দরিদ্র বা চরম দরিদ্র হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এতে আরও দেখা যায়, যৌথভাবে বসবাস করার কারণে অধিকাংশ পরিবারে ঘনবসতির সৃষ্টি হয়েছে, যা সংক্রামক রোগ বিশেষ করে বয়স্ক ও তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।

বাংলাদেশে দ্বিতীয় দফা বন্যায় ইউনিসেফের ত্রাণ সহায়তা

১৪ সেপ্টেম্বর– জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) বাংলাদেশে জীবনরক্ষাকারী ওষুধ, উচ্চ প্রোটিনসমৃদ্ধ বিস্কুট ও আশ্রয় সরঞ্জাম বিতরণ করছে। চলতি বছরের বর্ষা মৌসুমে বাংলাদেশ সম্ভাব্য দ্বিতীয় দফার ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি।

ইউনিসেফ আজ এক সংবাদ বিবৃতিতে জানায়, বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী ভারতের উত্তর-পুর্বাঞ্চলের প্রধান নদীগুলোর পানি আবার বিপজ্জনকভাবে বাড়ায় দু দেশের নদী তীরবর্তী এলাকাগুলো তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। আর এর ফলে বাংলাদেশের ১০ লাখেরও বেশি লোককে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বা তারা আটকা পড়েছে।

বাংলাদেশের বন্যা পুর্বাভাস কেন্দ্রের কর্মকর্তাদের মতে, ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি ১৭টি স্থানে বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। তিব্বত থেকে ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি হয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশ হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

ইউনিসেফ জানিয়েছে, সংস্থাটি ওষুধ, শিরায় দেওয়ার স্যালাইনের ব্যাগ, উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ বিস্কুট, আশ্রয় সরঞ্জাম ও পরিবারে ব্যবহারের ১০ হাজার উপকরণ সরবরাহ করছে। এ সব উপকরণের মধ্যে রয়েছে কম্বল, রান্নার তৈজসপত্র, ওষুধ, ব্যান্ডেজ ও একটি পানির কন্টেইনার।

সরকারি হিসাব মতে, প্রথম দফার বন্যা থেকে এ পর্যন্ত ৮'শরও বেশি লোক মারা গেছে। যাদের বেশির ভাগই প্রাণ হারিয়েছে পানিতে ডুবে ও সাপের কামড়ে। বাংলাদেশে প্রথম দফার বন্যা জুনে শুরু হয়েছে এবং কোথাও কোথাও তা আগস্ট পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছে।

ইউনিসেফ বলেছে, দ্বিতীয় দফার বন্যা অত্যন্ত ভয়াবহ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রথম দফা বন্যার পর যে সব বাঁধ তৈরি করা হয়েছে এবং ধানের চারা রোপন করা হয়েছে তা দ্বিতীয় দফার বন্যায় ভেসে যেতে পারে।

পানি শিগগির কমতে শুরু না করলে নতুন লাগানো ধানের চারার জমি ও সবজি ক্ষেতসহ ১০ লাখ হেক্টরেরও বেশি শস্যক্ষেত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ব-দ্বীপ আকৃতির বাংলাদেশ অত্যন্ত বন্যা প্রবণ এলাকা। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা বয়ে যাওয়ার ফলে এ ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে।

গ্রামীণ দরিদ্রদের সহায়তায় জাতিসংঘের ২০ কোটি ডলারের অনুদান ও ঋণ অনুমোদন

১৪ সেপ্টেম্বর- জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ঘোষণা করেছে, সংস্থাটি নিকট প্রাচ্য, ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার ১২টিরও বেশি দেশের দরিদ্র জনগণের জীবনমান উন্নয়নের উদ্যোগে সহায়তা হিসেবে প্রায় ২০ কোটি (২০০মিলিয়ন) ডলার অনুমোদন করেছে। ইফাদ পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় ৫৭লাখ ডলার ঋণ ও অনুদান দেবে।

গ্যাবনের উলেউ-নেতেম প্রদেশের প্রায় ২৮ হাজার কৃষক এ তহবিল থেকে অর্থ পাবে। যার মাধ্যমে তারা কলা, কাসাভা ও চীনা বাদামের মত প্রধান খাদ্য শস্য থেকে উৎপন্ন নতুন দ্রব্যের উন্নয়ন ও বিপণন করবে। এটা তাদের উপার্জনে বৈচিত্র আনতে সহায়তা করবে।

গায়ানায় যে অনুদান দেওয়া হবে, তা তাদের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নের একটি প্রকল্পে ব্যবহৃত হবে। গিনি বিসাও পৃথিবীর অন্যতম একটি দারিদ্র্য দেশ। এ দেশটিতে যে অনুদান দেওয়া হবে, তা অবকাঠামোগত পুনর্বাসন ও তৃণমুল পর্যায়ের সংগঠনগুলোর উন্নয়ন

ঘটিয়ে ১ লাখেরও বেশি দরিদ্র লোকের সমাজ গঠনে সহায়তা করবে।

লেসেথো, উগান্ডা, বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, পাকিস্তান, এল সালভেদর, নিকারাগুয়া, আরমেনিয়া, মরক্কো, ও ইয়েমেনও ইফাদের অনুদান বা ঋণ পাবে।

এছাড়া দরিদ্র দেশগুলোর পল-ী এলাকায় উন্নয়ন কর্মকান্ড ও কৃষি গবেষণা পরিচালনার জন্য ছয়টি অনুদান অনুমোদন করা হয়েছে।

ইফাদ প্রায় ২০০ চলমান গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসুচি বা প্রকল্পে সহায়তা দিচ্ছে। ৬০০ কোটি (৬বিলিয়ন) ডলারের এই কর্মসুচি বা প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ৮ কোটি ২০ লাখ (৮২মিলিয়ন) গ্রামীণ গরীব মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক ঘোষণা গৃহীত হওয়ায় ইউনিসেফের অভিনন্দন

১৬ সেপ্টেম্বর- বিশ্বের আনুমানিক ৩ কোটি ৭০ লাখ আদিবাসীর অধিকার বিষয়ক ঘোষণা গৃহীত হওয়ায় জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) সাধারণ পরিষদকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। একই সঙ্গে ইউনিসেফ আদিবাসী শিশুদের দারিদ্র্য, বৈষম্য ও বঞ্চনার মতো সংকট মোকাবিলায় বৃহত্তর নীতিমালা ও কর্মসুচি নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার সাধারণ পরিষদে ভোটের পর ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক অ্যান এম ভেনেম্যান জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে স্বাগত জানিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। ২০ বছরের বেশি সময় ধরে বিতর্ক চলার পর সদস্যরাষ্ট্রগুলো আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণা অনুমোদন করল।

এ ঘোষণায় আদিবাসীদের ব্যক্তি ও সমষ্টিগত অধিকারের পাশাপাশি তাদের সংস্কৃতি, পরিচয়, ভাষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ের কথা বলা হয়েছে।

ঘোষণায় আদিবাসীদের নিজস্ব সংগঠন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষা ও জোরদার করার অধিকার এবং তাদের নিজস্ব চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা সংরক্ষণে তাদের উন্নয়ন ঘটানোর অধিকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এতে আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যকে নিষিদ্ধ এবং তাদের স্বার্থ সংশি-ষ্ট সব বিষয়ে তাদের পুর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হয়। এছাড়া তাদের স্বতন্ত্র অবস্থান ধরে রাখা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য পুরণের অধিকারের কথা বলা হয়।

ভেনেম্যান বলেন, বিশ্বের তিন কোটি ৭০ লাখ আদিবাসীর অধিকাংশই শিশু-কিশোর। তাদের সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠী তারা।

তিনি বলেন, 'ইউনিসেফ এ ঘোষণার স্বীকৃতিকে স্বাগত জানায় এ কারণে যে, আদিবাসী শিশুদের মাঝেমধ্যেই তাদের অধিকার সম্পর্কে বুঝতে বিশেষ সাহায্য দরকার হয়। তাদের এসব অধিকারের মধ্যে রয়েছে শিক্ষা এবং নিপীড়ন, বৈষম্য ও ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যা সব শিশুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ভেনেম্যান আরও বলেন, ঘোষণায় আদিবাসী শিশুদের সুযোগসুবিধা বাড়ানোর জন্য নীতিমালা ও কর্মসুচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের কথা উলে-খ থাকাটা খুবই গুরুত্বপুর্ণ।

তিনি বলেন, ঘোষণা গৃহীত হওয়ায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ব্যাপক গতি সঞ্চারিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ২০১৫ সাল নাগাদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাধা দুর করতে বিশ্ব এ লক্ষ্য বেধে দেয়।

সাধারণ পরিষদের সভাপতি শেইখা হায়া রাশেদ আল খলিফা, জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন ও মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার লুইস আরবোরের সঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে ভেনেম্যান আদিবাসীদের এ ঘোষণা গৃহীত হওয়াকে স্বাগত জানান।

জাতিসংঘের নতুন বই হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক সম্পর্কে আগাম সতর্ক করে মানুষের জীবন বাঁচাবে

১২ সেপ্টেম্বর-বিশ্বের স্বাস্থ্যকর্মীরা আরও সহজে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি সনাক্ত করতে সক্ষম হবেন। এবং যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে এ রোগের কবল থেকে প্রায় ২ কোটি (২০মিলিয়ন) লোকের জীবন বাঁচাতে পারবেন। এ জন্য জাতিসংঘের স্বাস্থ্য সংস্থার নতুন একটি বইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়। নানা চিত্র সম্বলিত এ ছোট আকারের বইটি আজ প্রকাশ করা হয়েছে।

জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) মহাপরিচালক মার্গারেট চ্যান বলেন, 'এটা একটা প্রকৃত সাফল্য।' তিনি আরও বলেন, 'স্বাস্থ্য সেবা কর্মীরা এখন বড় কোনো শহরের উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা বাইসাইকেলে চড়ে যেতে হয় দেশের এমন প্রান্ত অর্থাৎ সব জায়গাই একটা সাধারণ পরীক্ষা ও চিকিৎসা কৌশলের মাধ্যমে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক প্রতিরোধ করতে পারবেন।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রাথামিক স্বাস্থ্য সেবা কর্মীরা এখন নতুন একটা কৌশলে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক ঝুঁকিপুর্ণ মানুষকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারবেন এবং এ রোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারেন।' বইটিতে বয়স, লিঙ্গ, তামাক ব্যবহার, রক্ত চাপ, ডায়াবেটিস ও রক্তের কোলেস্টেরল ইত্যাদি ঝুঁকির বিষয়গুলো (রিস্ক ফ্যাক্টর) চিত্রের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে।

ধুমপান ত্যাগ, খাদ্য পরিবর্তন, কায়িক পরিশ্রম, ওজন নিয়ন্ত্রণ, অ্যালকোহল পান, রক্তের উচ্চ চাপ দমিয়ে রাখার ওষুধ, চর্বি কমানোর ওষুধ, প-াটিলেট কমানোর ওষুধ, গোটা বা টিউমার অপসারণের চিকিৎসা (অ্যান্টি কোয়াগুলান্ট ট্রিটমেন্ট) ও নালীতে অস্ত্রপচারের মত বিষয়ে ব্যবস্থাপনাগত পরামর্শও বইটিতে স্থান পেয়েছে।

"পকেট গাইডলাইনস ফর অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অব কার্ডিওভাসকুলার রিস্ক" শিরোনামের এই বইটি ছয়টি ভাষায় পাওয়া যাবে। সহজে ব্যবহারের জন্য এতে রয়েছে চিত্র এবং এটা হৃদরোগের ঝুঁকি সম্পর্কে আগাম সতর্ক করার প্রথম একটা ব্যবস্থা, যা নিম্ন আয়ের দেশসহ সারা বিশ্বে ব্যবহার হতে পারে। এটা গুরুত্বপুর্ণ একটা উদ্ভাবন যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য কর্মীরা সীমিত স্বাস্থ্য সেবা সম্পদ ব্যবহার করে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের উচ্চতর ঝুঁকিসম্পন্ন মানুষকে চিকিৎসা সহায়তা দিতে পারে। হু এর ননকমিউনিকেবল ডিজিজেজ অ্যান্ড মেন্টাল হেলথের সহকারী মহাপরিচালক ক্যাথেরিন লি গ্যালেস-ক্যামাস বলেন, 'হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকে পরিবারের একজন সদস্য বা কোনো বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য আমরা কখনও প্রস্তুত থাকিনা।'

ক্যাথেরিন আরও বলেন, 'উন্নয়নশীল দেশগুলোতে হৃদরোগীর সংখ্যা বেড়ে মহামারী আকার ধারন করছে। এ রোগে বিশ্বে যত লোক মারা যায় তার এক-তৃতীয়াংশ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাস করে। এ রোগ বিশ্বের সব রোগের প্রায় ১০ শতাংশ এবং ২০১০ সাল নাগাদ এ রোগ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মানুষের মৃত্যুর অন্যতম কারণ হতে পারে।'

তিনি বলেন, তবে আশার কথা হল, সম্ভাব্য এই মহামারী নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে। এই ঝুঁকির চিত্রগুলো বিশ্বের মানুষকে সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম নতুন একটা কৌশল।

'প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ' কর্মশালার ব্যবস্থা করা ও পরামর্শপত্রটি বিতরণে হু জাতীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সহযোগিতা করবে।

হৃদরোগ বিশ্বে মানুষের মৃত্যুর অন্যতম কারণ। বিশ্বে যত লোক মারা যায় তার এক-তৃতীয়াংশ মারা যায় এই রোগে। ২০০৫ সালে ১ কোটি ১৮ লাখ লোক হার্ট অ্যাটাক ও অন্যান্য হৃদরোগে মারা গেছে। এবং ৫৭ লাখ (৫.৭মিলিয়ন) লোক মারা গেছে স্ট্রোকে। এ সব মৃত্যুর প্রায় ৮০ শতাংশ ঘটে নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশে। ২০১৫ সাল নাগাদ হৃদরোগে, প্রধানত হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকে বছরে ২ কোটি (২০ মিলিয়ন) লোক মারা যাবে।

এখন পর্যন্ত উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে অতিরিক্ত চর্বি বা ডায়াবেটিস এ রকম একক কোনো রিস্ক ফ্যাক্টরের ভিত্তিতে ব্যক্তির হৃদরোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং চিকিৎসা দেওয়া হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে যে রোগী সামান্য ঝুঁকিতে রয়েছেন, তাঁকে বেশ কয়েক বছরের জন্য ওষুধ সেবন করতে দেওয়া হয়। আবার যারা উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছেন তাদের চিকিৎসার বিষয়টি অবহেলিত হয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল একক রিস্ক ফ্যাক্টরের ভিত্তিতে রোগ নির্ণয় সাশ্রয়ী নয় এবং বেশির ভাগ নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশই এর ব্যয়ভার বহন করতে পারে না। এসব পরামর্শ বই আকারে (হার্ড কপি) এবং হু এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

** ** **